তারিখ ... 27-NOV 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৮ ......

দৈনিক সংবাদ

৬৭

পুরানা পল্টন মহিলা কলেজ ও আর একজন 'সুবিদ আলী'

হামিদা রহমান

সময়টা ১৯৬৮ সাল তখন সবেমাত্র জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপিকার (বাংলা) পদ ছেড়ে দিয়ে পুরানা পল্টন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা হিসেবে যোগদান করেছি। জগন্নাথ কলেজকে অনেকদিন ধরে সরকারিকরণের পাঁয়তারা চলছিল। যতদিন পর্যন্ত সাইদুর রহমান ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ততদিন পর্যন্ত সরকার কলেজটিকে সরকারি করতে পারেননি। সাইদুর রহমানকে অবসরগ্রহণ করিয়ে এরশাদুল্লাহ সাবেহকে কলেজের নতুন প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত করা হল। তখন থেকেই কলেজে অসন্তোষ শুরু হয়ে গেল। ছাত্ররা এবং কিছু সংখ্যক শিক্ষক কলেজকে সরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানাল।

কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে আদর্শগত এবং মতগত পার্থক্যের জন্য শিক্ষকরা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল। কলেজটি যখন সত্যি সরকারিকরণ হয়ে গেল তখন আগস্ট মাসে কিছুসংখ্যক শিক্ষক কলেজটিকে সরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক অজিত গুহ, আবুল কাশেম, জহরুল হক, লতিফ সাহেব, রাহাত খান, শামসুজ্জামান ও আমি নিজেও।

তারপর পুরানা পল্টন কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে সাইদুর রহমান সাহেবই আমাকে নিয়োগপত্র দিলেন। তিনি তখন পুরান পল্টন গার্লস কলেজের উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় কলেজের সভাপতি ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলের নেতা আসাদুজ্জামান খান। তখন কলেজটি সেগুনবাগিচা বয়েজ হাই স্কুলের উপরের তলায় বসত। কলেজ মেয়েদের ক্লাস হত সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। তারপর সাড়ে ১১টায় স্কুল ছেলেদের ক্লাস শুরু হত।

আমি ঐ কলেজে যোগ দেবার পর যখন জানতে পারলাম যে, এই কলেজের একটি নিজস্ব ভবন আছে এবং এ ভবনটি রামকৃষ্ণ মিশন ভবন নামে পরিচিত ছিল। ১৯৬৫ সালে সরকার এই ভবনটি কলেজের জন্য রিক্যুইজিশন করে। সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং সরকারি নির্দেশ সত্ত্বেও কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ কলেজটিকে দখল করতে পারেনি। জনৈক কাশ্মীরী রিফিউজি কাশ্মীরীদের কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঐ কম্পাউন্ড একটি দোতলা বিল্ডিংসমেত দখল করেছিল। ১৯৬৪ সাল থেকে কলেজের এই বাড়ি নিয়ে কাশ্মীরী কল্যাণমূলক সংস্থার সাথে বিবাদ চলছিল। আমি যখন এই কলেজের অধ্যক্ষা হলাম তার কিছুদিন পরেই এই কলেজে একটা বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করেছিলেম। সেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তদানীন্তন প্রাদেশিক রাজস্বমন্ত্রী (১৯৬৮ সাল) ফকরুদ্দীন আহমেদ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেনি। আসাদুজ্জামান খানও ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় জহরুল ইসলাম ওরফে 'সুবিদ আলী' সাহেবও একজন সম্মানিত অতিথি ছিলেন। তিনি সে সময় পুরানা পল্টনের অধিবাসী ছিলেন। আমি তাকে আগে থেকেই চিনতাম। আমি তার সাথে আলোচনা করলাম যে, মন্ত্রী চলে যাবার পর মুহূর্তেই কলেজের সমস্ত মেয়ে এবং শিক্ষিকাদের নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুরানা পল্টনের নিজস্ব ভবন যা কাশ্মীরী দারোয়ানের দখলে ছিল, সেই বাড়িতে প্রবেশ করব। তিনি আমাকে এই কাজে সহায়তা করবেন বলে কথা দিলেন। আমি তড়িঘড়ি করে সমস্ত কলেজের স্টাফ এবং মেয়েদের নিয়ে পাশেই কাশ্মীরী দখলকৃত বাড়িতে প্রবেশ করলাম। উক্ত বাড়ির দরজাটা তখন খোলাই ছিল। আমরা ভেতরে প্রবেশ করে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'পুরানা পল্টন গার্লস কলেজ জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে যেন পুরোন বাঁশ, বেড়া, নতুন ও পুরোনো টিন এসে কলেজ প্রাঙ্গণে জড়ো করা হল। মেয়েরা সেগুনবাগিচা স্কুল থেকে বেঞ্চ ও চেয়ার টেবিল কলেজ প্রাঙ্গণে টেনে আনল। কলেজের তখন কোন নেমপ্লেট ছিল না। তাড়াতাড়ি করে নেমপ্লেটও বানাতে দেয়া হল। বিষয়টা এত ত্বরিত ছিল যে, শহরের কেউ তা কল্পনাও করতে পারেনি।

এদিকে কাশ্মীরী দারোয়ান থানায় খবর দিয়েছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সেই বাড়িতেই ছিলাম। খবরটা ইতিমধ্যে শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিল। জহরুল ইসলাম সাহেব তার নিজের কর্মস্থল থেকে কয়েকটি দারোয়ান ও কিছু শ্রমিক রাতে পাহারা দেবার জন্য এবাড়ি পাঠিয়েছিলেন। সেদিন ছিল ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৮ সাল।

পরদিন সকালে কলেজের গেটের মাথায় পুরোনো গার্লস কলেজের সাইন বোর্ড টানানো হয়েছিল। সেদিন আমি যখন কলেজে যাই তখন সকাল আটটা। ইতিমধ্যে ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীরা রাস্তায় জমা হয়েছে। সামনে পুলিশ ব্যারিকেড। আমি স্কুটার থেকে নেমেই মেয়েদের সারিতে এসে দাঁড়ালাম। এসপি সাহেব তখন তার কোমরের রিভলবারটা খুলে হাতে নিলেন। তখন কোন সাহসী একটি মেয়ের হাতে জাতীয় পতাকা ছিল। আমি প্রথমে শ্লোগান দিলাম 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'পুরোনো পল্টন মহিলা কলেজ জিন্দাবাদ'। তারপর তদানীন্তন এসপি সাহেবের সঙ্গে আমার যথেষ্ট বচসা হল। আমি বললাম, 'কলেজ প্রাঙ্গণে আমরা প্রবেশ করছি। এটা আমাদের ন্যায্য অধিকার, আমাদের কাগজপত্র সব ঠিক আছে। আপনি পারলে আমাদের বাধা দিন।'

সময়টা '৬৮ সাল। ৬ দফা আন্দোলনের ধারায় সমস্ত বাংলাদেশ তখন টগবগ করছে। স্বাধীনতার চেতনায় সমস্ত বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রের লোকেরা, ফটোগ্রাফাররা সব এসে কলেজ প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছে। এদিকে শিক্ষিকারা মেয়েদের নিয়ে মাঠের মধ্যে পাটি বিছিয়ে ক্লাস করতে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষিকা একটি চেয়ারে এবং মেয়েরা মাদুরে বসে ক্লাস করছে। সেই ক্লাস নেয়ার ছবি ২৭-১০-৬৮ 'সংবাদ' ও ৩০-১০-৬৮ 'আজাদ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। উক্ত পত্রিকা দু'টির উল্লিখিত তারিখের কপি রক্ষিত আছে। সেদিন কিন্তু পুলিশ বাহিনী আমাদের উপর একটি গুলিও ছুড়তে সাহস পায়নি। এমনকি টিয়ার গ্যাসও নিক্ষেপ করেনি।

তখন রিফিউজি ভদ্রলোক বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল করেন। আপিলে তার পরাজয় হয়। তারপর তিনি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়ান। কিন্তু কোন রায় তার পক্ষ সমর্থন করেনি। সরকার তাকে ভবনটি ছেড়ে দিতে বাধ্য করে।

তদানীন্তন পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা হাসান আসকারীসহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যস্থতায় উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। আজও পুরানা পল্টন কলেজ সেই ভবনেই চলছে।

জাতি হিসেবে আমরা এতো অকৃতজ্ঞ যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ কখনও কোনো অনুষ্ঠানে জহরুল ইসলাম সাহেবকে ও প্রাক্তন অধ্যক্ষা হামিদা রহমানকেও কোনদিন দাওয়াত করেনি বা সম্মানসূচক কোন চিঠিপত্র কখনও দেয়নি।

আজ জহরুল ইসলাম সাহেব ইহজগৎ ত্যাগ করে গেছেন। আমি কলেজ কর্তৃপক্ষ ও জেলা কমিশনারের নিকট প্রস্তাব করছি যে, পুরানা পল্টন মহিলা কলেজটির নাম 'জহরুল ইসলাম মহিলা কলেজ' রাখা হোক। আমি তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

[লেখক পুরানা পল্টন মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা]